

প্রস্তাবিত শিক্ষানীতি বলে আছে আড়াই বছর

শরিকজ্জামান পিট

দীর্ঘ আড়াই বছর ধরে জাতির সামনে একটি প্রস্তাবিত শিক্ষানীতি ঝলিয়ে রাখা হয়েছে। স্বাধীনতার পর বিগত চারটি শিক্ষানীতির মতো এটিও হিম্যাগারে যাবার আশঙ্কা করা হচ্ছে। কেবল মন্ত্রিসভার আনুষ্ঠানিক অনুমোদনের জন্য এটি পড়ে আছে টানা একটি বছর। তাহা

শহীদদের স্বরণে চলতি ফেব্রুয়ারি থেকে জাতীয় শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের ডেডলাইনও পার হয়ে গেল। মন্ত্রিসভার অনুমোদন, সংসদে পাস, অর্থ সংস্থানসহ নানাবিধ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে বর্তমান সরকারের মেয়াদ থাকাকালীন আগামী ১৬ মাসেও এটির বাস্তবায়ন সম্ভব নয় বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন একটি সূত্র আশঙ্কা প্রকাশ করেছে। (১১ পৃষ্ঠা ১-এর কঃ দেখুন)

প্রস্তাবিত শিক্ষানীতি

(প্রথম পাতার পর)

গত-তরুবার 'দেশবাসীর মুখোমুখি' অনুষ্ঠানে জাতীয় শিক্ষানীতির বাস্তবায়ন প্রসঙ্গ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পাশ কাটিয়ে গেছেন বলে অনেকে মন্তব্য করেছেন। সমালোচনার উর্ধে উঠে, সকলকে সঙ্গে নিয়ে প্রশ্নাতীতভাবে যে শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের স্বপ্ন সরকার দেখাচ্ছে তা আদৌ সম্ভব নয় বলে তাদের অভিমত। জাতীয় কোন বিষয় নিয়ে সর্বজনগ্রাহ্য সিদ্ধান্ত গ্রহণের নজির এ দেশে বিরল। ব্রিটিশ আমলের সনাতনী ধারায় জোড়াতালি দিয়ে প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে চলছে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা। স্বাধীনতার পর চারটি শিক্ষা কমিশন গঠন করা হলেও কোন কমিশনের রিপোর্ট আলোর মুখ দেখেনি। সরকার পরিবর্তন বা আন্দোলনের মুখে সব রিপোর্ট স্থগিত বা বাতিল করা হয়েছে। ফলে একবিংশ শতাব্দীতে পৌছেও দেশ পূর্ণাঙ্গ ও সূষ্ঠ শিক্ষানীতি ছাড়াই চলছে। জানা যায়, ১৯৭২ সালে ডঃ কুদরত-ই-খুদার নেতৃত্বে ১৯৭৮ সালে কাজী জাফর ও পরবর্তীতে আব্দুল বাতেনের সভাপতিত্বে উপদেষ্টা পরিষদ, ১৯৮২ সালে ডঃ মজিদ খানের নেতৃত্বে ও ১৯৮৭ সালে মফিজ কমিশন নামে মোট চার বার জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়। এর মধ্যে মফিজ কমিশন ছাড়া তিনটি কমিটিই পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট পেশ করে। এসব রিপোর্ট হিম্যাগারে চলে গেছে। বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের নির্বাচনী মেনিফেস্টো ছিল একটি জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন। '৯৬ সালে ১২ জুনের নির্বাচনে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর নির্বাচনী ঘোষণা অনুযায়ী জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা, দেশের ইতিহাস, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, ধর্মীয় বিশ্বাস এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সংবলিত একটি জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের উদ্যোগ